R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSL—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of
our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট শুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২৬শে জুলাই, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

নদী বিশেষজ্ঞদের ধারণা ও প্রকৃতি প্রমাণ করছে ধুলিয়ান শহর মুছে যাবে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ফরাক্কা থেকে শুরু করে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর পাড় বরাবর ভাঙ্গন চলছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। ভাঙ্গন রোধে প্রতি বছরই কিছু কিছু কাজ হলেও ব্যাপকভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গঙ্গা পদ্মার দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশঃ। এ অবস্থার প্রতিবিধানে এবং ভাঙ্গনের উপর খবরদারী করতে গঙ্গা এ্যানটিইরোসন বিভাগ খোলা হয়েছে রাজ্য সরকারের অধীনে। তথাপি কয়েক বছরে ঐ বিভাগ কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে জানা যায়নি। এই বৎসর নির্বাচনের বছর বলেই হয়তো রাজ্য সরকার বিশেষ তৎপরতায় সঙ্গে ভাঙ্গন প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন এবং রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা এ্যানটিইরোসেন বিভাগের মাধ্যমে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। খবর, ধুলিয়ান পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের লালপুরে বোল্ডার পিচিং এর কাজ প্রায় শেষ। এখানে ২৫০ মিটার জায়গার উপর বাঁধ দেওয়া হয়েছে। খরচের পরিমাণ আনুমানিক ২৬ লক্ষ টাকা। এই ওয়ার্ডের কিছুটা জায়গায় কাজ করতে গিয়ে ঠিকাদাররা (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুর শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ : 'যেমন খুশি সাজো আর যা খুশি করো' শিরোনামে জঙ্গিপুর পুরসভার বিরুদ্ধে একটি সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল পড়ে। পুরপতি পত্রিকার সম্পাদককে ফোনে অমার্জিত ঢঙে কথা বলে নিজেদের সততার বুলি কপচান। বাক্যাড়ম্বরে যে কথা স্পষ্ট তা হলো শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার খেলা নিয়ে কানাকানির কথাটিতে পুরপতির ক্রোধের উদ্রেগ এটা বোঝা যায়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভা যে কোন ন্যায় নীতি বা নিয়ম কানুনের ধার ধারেননি সেটা তাঁদের কর্মপদ্ধতিই প্রমাণ করে। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের প্রেরিত প্রায় ৩০০ জনের মধ্যে ৫০ জনকে নির্বাচিত করে প্যানেল তৈরী করা বা তাঁদের মধ্যে থেকে ১২ জনকে বেছে নিয়ে চাকরী দেওয়া এ সব কিছুই যে নিজেদের খেয়াল খুশিমত হয়েছে সেটা প্রার্থীদের নামের তালিকা দেখলেই সহজে বোঝা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাইদপুর ইউ এন জুনিয়র হাই স্কুল খামখেয়ালীর শিরোনামে

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার বাণীপুরে অবস্থিত সাইদপুর ইউ এন জুনিয়র হাই স্কুল সম্বন্ধে শিক্ষা দপ্তর নির্বিকার। দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুলে কোন নির্বাচিত কমিটি নেই। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করেই কাজ চলছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং চক্রের এ, ডি, আই বিশ্বনাথ মণ্ডল ডি, আই অফ স্কুলসের আদেশে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের পদে আসীন আছেন। তিনি স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। শুধু যে পরিচালক বোর্ড নেই তাই নয়, ১৯৮৬ সাল থেকে এই স্কুলে কোন স্থায়ী প্রধান শিক্ষকও নেই বলে খবর। তৎকালীন স্থায়ী প্রধান শিক্ষক গঙ্গাধর মিশ্র অবসর নেওয়ার পর সহশিক্ষক গণপতি সরকারকে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নানা কারণে ঐ পদ ছেড়ে দেন। সেই সময় (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরসভা অধিগ্রহণ আদেশ পুনর্বহাল ?

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ১৯৮৭ সালের আগষ্টে চেয়ারম্যান পদে পরমেশ পাণ্ডে ও দিলীপ সাহা উভয়ের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক পুরসভা অধিগৃহীত হয় এবং মহকুমা শাসককে প্রশাসক নিয়োগ করে সরকার দুটি আদেশ জারী করেন। সেই আদেশ দুটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কংগ্রেস পক্ষের আটজন কমিশনার হাইকোর্টে বিচার সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা চাইলে তা (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাস্তা মেরামতের দাবীতে বাস ধর্ম্মঘট

জঙ্গিপুর ঃ গত ২২ জুলাই সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জঙ্গিপুর-বহরমপুর ভায়া লালগোলা রুটে সমস্ত বাস বন্ধ থাকে। বাস মালিকদের অভিযোগ, ১৯৭৭ সালের পর বাস চলাচলের পথটির কোন সংস্কার হয়নি। বহুবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন রকম ব্যবস্থা দীর্ঘ ১২ বছরেও নেওয়া হয়নি। ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং প্রতি বন্যায় ফি বছর রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

এনাসথেটিষ্টের অভাবে অপারেশন বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে আজ এক মাসের উপর ডাক্তাররা কোন রকম অপারেশন করছেন না। ফলে রোগীদের বাধ্য হয়ে প্রতিক্ষেত্রেই বহরমপুর ছুটতে হচ্ছে। খবর নিয়ে জানা যায়, পূর্বে ডাঃ রায়চৌধুরী এনাসথেটিষ্টের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সাসপেণ্ড হয়ে যাওয়ায় এস ডি এম ও ঐ কাজ চালাতে থাকেন। এনাসথেটিষ্টের অসুবিধার ব্যাপারে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা ঃ প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

॥ কয়লা সঙ্কট ॥

বেশ কিছুদিন হইতে এই শহরে জ্বালানীর প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়াছে। জ্বালানী বলিতে আমরা কয়লাকেই বলিতে চাহি। শুধু এই শহরেই নয়, রাজ্যের প্রায় সর্বত্র রান্নায় কয়লার কম-বেশী অভাব দেখা যাইতেছে। দফায় দফায় দরও বাড়িতেছে। সাধারণ কথায় গুল-কয়লা যাহা ব্রিকেট বলিয়া পরিচিত, তাহারও চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। কয়লার অভাবের জন্য পাউরুটি শিল্প, মিষ্টান্ন শিল্প, প্রভৃতি বিঘ্নিত হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধি যে হইবে না, এমত বলা যায় না।

এখন বর্ষাকাল। এমনিতে ঘুঁটে, কাঠ প্রভৃতি জ্বালানীর সরবরাহ কম। কাঠ ত এখন বিলাসের বস্তু। বনক্ষয় এবং বৃক্ষনাশ যজ্ঞ যেরূপ বেপরোয়া তাহাতে কাঠ বলিয়া কোন বস্তু এক দশক কি দুই শতক পরে থাকিবে এমত মনে হয় না। কাঠের দাম কত গগন-স্পর্শী, যাহারা ক্রয় করিতেছেন, জানেন। আনাজ, মাছ, মাংস, ডিম বহু গৃহস্থের রন্ধন-শিল্পের জৌলুষ বিনষ্ট করিয়াছে। কারণ উহাদের ক্রয় ক্ষমতা আজ কতজনের? কিছু ভাগ্যবানের ছাড়া নয়। সুতরাং বাকী থাকে সামান্য শাকপাতা, ডুবুরিসন্ধানী-ডালদানাযুক্ত জল ও খাদ্যপ্রাণশূন্য কলছাঁটা চালের ভাত অথবা মিলপেষা আটার রুটি। ইহারই জন্য জ্বালানীর রকমারী ঝকমারি।

গুল বা ব্রিকেটের দর এই শহরে এখন আকাশচুম্বী। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা কুইনট্যাল হইতে একশত টাকায় থামিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে আগামী পূজার মধ্যেই একশত ছাড়াইয়া আরোও ঊর্ধমুখী হইবে। শহরের কোন কয়লার ডিপোতে কয়লা নাই, আসিবে এ আশ্বাস বাক্যও কেহ দিতে পারিতেছেন না। জ্বালানীর অভাবে দরিদ্র গৃহস্থের প্রাতঃকালীন টিফিন, মুড়ির আকাল দেখা দিয়াছে। মুড়ির দাম পাঁচ হইতে সাত/সাড়ে সাতে উঠিয়াছে।

অবশ্য আশার কথা এই শহরে গ্যাসের আমদানীতে এখনও ঘাটতি না পড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থেরা জ্বালানীর অভাব অনুভব করিতেছেন না। তথাপি লোক সংখ্যার অনুপাতে গ্যাস ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখনও শতকরা ২০/৩০ ভাগের অধিক নহে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে সভ্য মানুষকে পুনরায় বন্য জীবনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কাঁচা শাকসব্জী ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে। সরকারী অবহেলায় কয়লা সঙ্কটে পড়িয়া মানুষের নাকালের শেষ নাই। এই কয়লা সঙ্কটের আশু সমাধানে সরকারী তৎপরতা সংঘটিত না হইলে জনগণের অবস্থা জলহীন মৎস্যের মত হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

শিক্ষক সম্মেলন প্রসঙ্গে

আপনার গত ১২ জুলাই, '৮৯ এর পত্রিকায় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের বিষয়ে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে সেজন্য ধন্যবাদ ও আমরা কৃতজ্ঞ। তবে যিনি সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন তিনি কিছু ভুল তথ্য দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করতে এই পত্র। তিনি লিখেছেন রাজ্য সম্পাদক সনৎ মিশ্র বক্তব্য রাখার সময় অনেক প্রতিনিধি সভা ত্যাগ করে চলে যান। তাঁরা অভিযোগ তোলেন এখানে শিক্ষক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ১০০/১৫০ টাকা করে তোলা হয়েছে এবং প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধির কাছ থেকে আদায় হয়েছে ৪০/৪৫ হাজার টাকা। তাঁদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা অতি নিম্ন মানের। এই নিয়ে রীতিমত গোলমালও শুরু হয়। নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সেই গোলমাল ধামা চাপা দেওয়া হয়। এই সংবাদ আদৌও সত্য নয়। ঐ দিন কোন প্রতিনিধি সভা ত্যাগ করেননি। ১০০/১৫০ টাকা নয় মাত্র ১০ টাকা (দশ) করে আগত প্রতিনিধিদের নিকট নেওয়া হয়েছে দুই দিনের যাবতীয় খাওয়া ও থাকার জন্য। এর যথাযথ রসিদ আমাদের কাছে আছে। তাই প্রতিনিধিগণের নিকট হতে ৪০/৪৫ হাজার টাকা আদায় হয়েছে সংবাদদাতা কোন তথ্যের ভিত্তিতে এই সংবাদ পরিবেশন করলেন বুঝতে পারলাম না। তা ছাড়াও প্রতিনিধিগণের দেয় টাকার ভিত্তিতে দু'দিনের জন্য যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা নিম্নমানের নয়।

ভবদীয়—
শ্রীঅরুণকুমার দাস
১৮-৭-৮৯
জেলারেল সেক্রেটারী
রিসেপশন কমিটি

প্রেমে বাধা পেয়ে আত্মহত্যা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১০ জুলাই স্থানীয় বাসুদেবপুর কলোনীর সরস্বতী দাস বিষ খেয়ে মারা যান। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, আইলের উপর গ্রামের জনৈক সেলু দাসের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ঘটিত ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর লোকজন অশান্তি করলে সরস্বতী বিষ খান। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তিনি মারা যান। সেলুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

কংগ্রেসের আঞ্চলিক কমিটির দাবী— কাজ কি হচ্ছে জানানো হোক

আহিরণ ঃ কংগ্রেসের আঞ্চলিক কমিটি দাবী করেন সাদিকপুর অঞ্চলে কোন কাজই হচ্ছে না। তাঁরা এ ব্যাপারে বি ডি ও সুতী-১ কে তদন্ত করে কাজের বিস্তারিত বিবরণ জানাতে চিঠি দেন। কিন্তু চিঠির উত্তরে বি ডি ও লিখিত জানান—কাজের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। তিনি আরোও জানান, কাজের সঠিক বিবরণ পেতে হলে সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত বন্যায় পুকুর ভেসে গেলে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার থেকে মাছের পোনা দেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এর জন্য আবেদন পত্রও জমা নেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ঘুরে ঘুরেও আবেদনকারীরা কোন পাত্তা করতে পারেননি।

হাসপাতাল কর্মীদের নবাবী চাল বাড়ছে

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছী গ্রামের রহিমা বিবি গত ১৯ জুন ঢেঁকিতে হাত ছেঁচে ফেলেন। মনিগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাতের এক্সরের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন। ২০ জুন রহিমা বিবি মহকুমা হাসপাতালে এসে কাগজ পত্র দেখিয়ে এক্সরে করাতে গেলে ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে রহিমা বিবি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। তিনি আরোও বলেন, মনিগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার তাঁকে মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর জন্য তাঁরা ডাক্তারবাবুর সম্পর্কেও অশ্লীল কথাবার্তা বলেন। রোগিণী নিরাশ হয়ে ফিরে এসে মনিগ্রামের ডাক্তারকে সব কথা জানালে তিনি তাঁর সাধ্যমত রহিমা বিবির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বলে প্রকাশ। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের অমানবিক ব্যবহার সম্বন্ধে আরো কিছু খবর আমরা পেয়েছি।

গঙ্গা ভাঙ্গনের কাজে রাস্তায় ভাঙ্গন

জঙ্গিপুর ঃ মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে গঙ্গাভাঙ্গন রোধে পার বাঁধানোর জন্যে বোল্ডার ফেলার কাজ চলছিল বিগত কয়েক মাস ধরে। ভারী বোল্ডার ভর্তি লরী চলাচলের ফলে জঙ্গিপুর থেকে মিঠিপুর এবং জঙ্গিপুর থেকে সেকেন্দ্রা পর্যন্ত পথগুলি একেবারে মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অপরদিকে বর্ষায় যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় পুরসভার শেষ প্রান্ত পাকুরতলার রাস্তার দু'ধারে বোল্ডারগুলি জমা করা হচ্ছে। ফলে পথ চলতি মানুষ অন্ধকারে বোল্ডারে হোঁচট খেয়ে জখম হচ্ছেন বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

সি পি এমের অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে গণ অবস্থান

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ সি পি এমের অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে রাজ্যের অন্যান্য ব্লকগুলির সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে মহকুমার ব্লকগুলিতেও অবস্থান আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জুলাই সাগরদীঘি ব্লক পঞ্চায়েত অফিসে অবস্থানরত কংগ্রেস স্বেচ্ছা সেবকদের সামনে বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, সেবা দলের জেলা সভাপতি প্রদীপ মজুমদার, জেলার সেবা দলের চীফ সুরেন সরকার ও ব্লক স্তরের নেতারা। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে জ্যোতিবাবু ও তাঁর দল ১২ বছরের ফ্রন্ট রাজত্বে কি কি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেন। পঞ্চায়েতে দলবাজী, গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক অশান্তি, অপর দলকে শায়েস্তা করতে খুন জখম, লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা ও প্রশাসনকে দলীয় কাজে নিয়োগ করা প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেন। ওই দিনই রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত অফিসে অবস্থানে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস বিধায়ক হাবিবুর রহমান, জেলা ছাত্র পরিষদ সম্পাদক আখরুজ্জামান, ২নং ব্লক সেবা দলের চীফ সামসুজ্জোহা, ২নং ব্লক পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি আমজাদ আলী প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যে তাঁরা ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। আগামী ২ আগষ্ট জেলায় ডি এম অফিসে অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

লরীতে লরীতে সংঘর্ষ, নিহত ১

ধুলিয়ান ঃ গত ২২ জুলাই সমসেরগঞ্জ থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কাছে ফরাক্কা গামী দুটি লরীর ধ্যেম সংঘর্ষ হয়। খবর দুটি লরী একই মুখে যাওয়ার সময় আগের লরীটির ব্রেক ফেল করলে পরস্পর ধাক্কা লাগে। ফলে আগের লরীটি পাশের দোকানে ঢুকে পড়ে। দোকানে বসে থাকা ৫ জনের মধ্যে চার জন গুরুতর আহত হয় এবং একজন ঘটনা স্থলেই মারা যায়।

ধুলিয়ান শহর মুছে যাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে বাধা পান। তাঁরা গঙ্গার ধার থেকে বাড়ীঘর উঠিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হন না। এর ফলে ওখানে বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকে। পরে বর্ষার মুখে ভাঙ্গন দেখা দিলে এখানকার মানুষ মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গত ২০ জুন উক্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে মহকুমা শাসক ঘটনাস্থল সরজমিন তদন্ত করেন। ভাঙ্গনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত ঘরবাড়ী সরিয়ে ওখানে বোল্ডার পিচিং ও এ্যাফ্রোনের কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। এই কাজে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে জানা যায়। সমসেরগঞ্জ থানার মেরুপুরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২১০ মিটার এলাকার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাগমারীর ডাউনে বোল্ডার পিচিং এর কাজ করতে গিয়েও নানা সমস্যা দেখা দেয়। বাড়ীঘর গঙ্গায় ঝুলে পড়লেও কেউ অন্যত্র সরে যেতে চান না। ফলে ঠিকাদারদের কাজ করতে পদে পদে বাধা পেতে হয়। এখানেও ৪৫০ মিটার বোল্ডার পিচিং ও একটি বেডবার দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা এন্টিইরোসন ডিভিসনের তত্ত্বাবধানে জেলার ভগবানগোলা, রাণীনগর ২নং ব্লকের রাজানগরে ভাঙ্গন প্রতিরোধে বোল্ডার পিচিং ও বেডবারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ভগবানগোলায় ১২০ মিটার বোল্ডার পিচিং ও একটি বেডবার তৈরী করতে খরচ পড়েছে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। রাজানগরে ২৪০ মিটার বোল্ডার পিচিং ও দুটি বেডবারে খরচ পড়েছে আনুমানিক ৫৩ লক্ষ টাকা। এত প্রতিরোধেও ভাঙ্গন বন্ধ হবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মানুষের মন থেকে মুছে যাচ্ছে না ঘর ভাঙ্গার আতংক। বর্ত্তমানে ফরাক্কা থানার দুর্গাপুর, মহেশপুর, ব্রাহ্মণীগ্রামে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে জনৈক নদী বিশেষজ্ঞ বলেন ভাঙ্গন প্রকৃতির খেলা—এ রোধ করা খুবই কঠিন। তবে চেষ্টা ছাড়লে তো চলবে না। তাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফলও যে না পাচ্ছি তা নয়। এ সব চেষ্টার ফলেই বিগত দিনের ভাঙ্গনের তাণ্ডব ধুলিয়ানে আর নেই। তবে ধুলিয়ান শহরের অস্তিত্ব থাকবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তিনি আরোও বলেন—ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত গঙ্গায় জলের গভীরতা সব থেকে ধুলিয়ানেই বেশি। এখানে গরমের দিনেও গঙ্গার গভীরতা থাকে ২২ মিটার; বর্ষায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ মিটারে এবং জলস্রোতের গতিবেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ১০ থেকে ১২ ফিট।

জায়গা বিক্রি

মির্জাপুর পুরানো গরুর হাটের দেড় বিঘা জায়গা বিক্রি আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

করমচাঁদ জৈন
পোঃ সম্মতিনগর
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন—জঙ্গিপুর ৪৩

খামখেয়ালীর শিরোনামে

(১ম পাতার পর)

আর এক সহকারী শিক্ষক বাসুকীনাথ মিশ্রকে ঐ ভার দেওয়া হয় এবং ডি আই এর অনুমোদন চাওয়া হয়। কিন্তু খবরে প্রকাশ সে অনুমোদন আজও আসেনি, অথচ ঐ অবস্থাতেই স্কুলটি চলছে। শোনা যায় তাঁর দাপটে অন্যান্য শিক্ষকরা নাকি সদা তটস্থ। তাঁরই আপত্তিতে ষ্টাফ কম এই অজুহাতে বছর দুয়েক আগে শিক্ষক মৃণাল কবিরাজ টাকা জমা দিয়েও বি-টি কোর্সে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক সমস্যা সেই একই অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবছর বাসুকী মিশ্রের বি-এড ক্লাসে যোগ দিতে কোন বাধা হয়নি। আরো আশ্চর্য্যের ঘটনা বাসুকী মিশ্র বি-এডে যোগ দিলেও তাঁর প্রধান শিক্ষকের যাবতীয় ক্ষমতা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। এবং তিনি বি-এড শ্রেণীতে যোগ দিয়েও প্রধান শিক্ষকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা আইনানুগ কিনা সে অভিযোগ উঠলেও প্রতিকার করার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের আছে বলে মনে হয় না। শ্রীমিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ছাত্র ও অভিভাবকদের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে প্রতি বছরই বুকলিষ্টে বই পাল্টিয়ে চলেছেন। যে বইগুলি পাঠ্য করা হয়েছে সেগুলি শহরের তাঁর পেয়ারের এক পুস্তক ব্যবসায়ীর বলে জানা যায়। পুস্তক ব্যবসায়ীর সাথে তাঁর ভালবাসা এমন এক পর্য্যায়ে পৌঁছেছে যে এবার ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সীতে একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তক ব্যবসায়ীর বোন মীরা সিংহকে নিয়োগ করা হয়েছে। ঐ পদে কয়েকজন বি-এড আবেদনকারী থাকলেও মীরা সিংহকে কেন নিয়োগ করা হলো এনিয়ে গ্রামে রীতিমত গুঞ্জন উঠেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ উক্ত স্কুলে দুর্নীতির সীমা নেই। শুধু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয় সরকারী অর্থে বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি কেনা দেখানো হলেও সেগুলি নাকি সঠিকভাবে কেনা হয়নি। দপ্তরী মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ডি আই একজন মুসলীম যুবকের নাম পাঠালেও তাঁকে নাকি না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের ঘটনা, বর্তমান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে কয়েকজন স্থানীয় যুবক এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কাছে প্রতিবাদ জানালে তিনি কোন উত্তর দেন না। অপর দিকে প্রধান শিক্ষক বাসুকী মিশ্র ঐ যুবকদের জব্দ করতে উক্ত শিক্ষিকাকে দিয়ে থানায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করান। থানা অফিসারও সঙ্গে সঙ্গে যুবকগুলিকে গ্রেপ্তার করে এনে ৩/৪ ঘণ্টা আটকিয়ে রাখেন। তৎপরতা দেখে স্থানীয় মানুষের সন্দেহ থানা অফিসার কোন তদন্ত না করেই বাসুকী মিশ্রের প্রভাবে যুবকদের আটক করেন। কেননা পরে উক্ত শিক্ষিকা স্বীকার করেন যুবকগুলি তাঁর সঙ্গে কোন অশালীন আচরণ করেননি। গ্রামের লোকেরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এবং তারা সমস্ত বিষয় নিয়ে শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেবার কথা ভাবছেন। উল্লেখ্য, সাইদপুর ইউ এন জুনিয়র হাই স্কুলের কর্মরত করণিককে নিয়ে কয়েক বছর আগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এবং সে খবর আমাদের পত্রিকায় ২৯ জুলাই, ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্‌ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

দুর্নীতির অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

যায়। বারজন শিক্ষকের মধ্যে আছেনঃ তাপস হালদার, বিকাশ চক্রবর্ত্তী, আবদুর রাকিব, স্বপন সরকার, সমীর দে, অনিল ঘোষ, তপন চ্যাটার্জী, নারায়ণ কর্ম্মকার, মোসাম্মাৎ বেদুরী খাতুন, শিশির সরকার, নারদ ঘোষ ও মানিক হালদার। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পুর শহরের বাইরের লোক। বিশেষ করে কথা উঠেছে বিকাশ চক্রবর্ত্তী, স্বপন সরকার ও বেদুরী খাতুন সম্পর্কে। বিকাশ চক্রবর্ত্তী পুরসভার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনারের নিকট আত্মীয়। স্বপন সরকারের বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামে। তিনিও অন্য এক ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনারের বিশেষ প্রীতিভাজনের সুবাদে চাকরী পেয়েছেন। মোসাম্মাৎ বেদুরী খাতুন ৫নং ওয়ার্ডের কমিশনারের শ্যালিকা। এছাড়া বিস্ময় সৃষ্টি করেছে মানিক হালদার ও নারদ ঘোষের নিয়োগপত্র। জানা যায় মানিক হালদার বাংলাদেশের স্কুল ফাইন্যাল পাশ। তাঁর সার্টিফিকেট আসল কিনা পরীক্ষা না করে তাঁকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া যায় না বলেই বসিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অধিবাসী শ্রীকান্তবাটীর নারদ ঘোষকে এ্যাপয়েন্টমেট লেটার দেওয়া হয় এবং যথারীতি তিনি স্কুলে যোগ দিয়ে তিনদিন কাজও করেন। এই সময় অভিযোগ ওঠে ঐ ব্যক্তি নাকি স্কুল ফাইন্যাল পাশই নন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুর এক্সিকিউটিভ অফিসার নারদের স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নাকি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ দেন। নারদ নিজেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ প্রমাণ করতে না পারায় তাঁকে আর স্কুলে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। খবর, সৈন্য বিভাগের প্রাক্তন কর্মী নারদ ঘোষ ১৯৭৯ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কি করে শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হলেন এটা যথেষ্ট সন্দেহ যোগায়। উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমান পুর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়াও সি পি এমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, এস ইউ সির মৃণাল ব্যানার্জী, সি পি আই-এর অশোক সাহাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। নিয়োগের আগে কেন প্রার্থীদের সার্টিফিকেট বা মার্কশীট পরীক্ষা করা হলো না? তাছাড়া কেনই বা নিয়োগের পর নারদ ঘোষের স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সার্টিফিকেট দেখার দায়িত্ব দিলেন এক্সিকিউটিভ অফিসার? বা নিয়োগের পূর্বে এক্সিকিউটিভ অফিসার কেন চুপ ছিলেন এ সব কিছুর মধ্যেই একটা রহস্য থেকে যাচ্ছে। নিয়োগ কমিটির কমিশনাররাও তাঁদের দলের ক্যাডারদের অযোগ্যতা জেনে শুনেই পার্টির চাপে এঁদের নিয়োগ করেছিলেন ভেবে নিলে কি ভুল হবে? এ ধরনের সন্দেহজনক কাজকর্মের তদন্ত একান্ত প্রয়োজন।

পুরসভা অধিগ্রহণ

(১ম পাতার পর)

মঞ্জুর হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, গত সপ্তাহে কংগ্রেস পক্ষ সে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে আইনবিদদের অভিমত হাইকোর্ট মামলা তুলে নেবার অনুমতি দিলেই অধিগ্রহণ আদেশটিই আবার বহাল হবে এবং মহকুমা শাসক প্রশাসক নিযুক্ত হবেন।

অপারেশন বন্ধ

(১ম পাতার পর)

বারবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির এক জরুরী সভাও হয়। এবং প্রতিবাদ স্বরূপ ডাক্তাররা কোন অপারেশন না করার সিদ্ধান্ত নেন।

বাস ধর্মঘট

(১ম পাতার পর)

সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সামান্য 'পুলটিশ' দেওয়া ছাড়া কোন কাজ হয়নি। এদিকে দুর্ঘটনা ঘটলে বাস চালকদেরই দায়ী করা হচ্ছে। এসব কারণের প্রতিবাদে ঐ দিন বাস বন্ধ রাখা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত